সন্ত্রাস সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের প্রতিবেদন ২০০৫: বাংলাদেশ

ঢাকা, ২৯শে এপ্রিল, ২০০৬ -- যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতর সন্ত্রাস সম্পর্কে ২০০৫ সালের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনের বাংলাদেশ সম্পর্কিত অংশের পুর্ণ বিবরণ নীচে দেয়া হল। প্রতিবেদনটি ২০০৫ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের কর্মকান্ডের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।

সাধারণ মুল্যায়ন

বাংলাদেশ সরকার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছে এবং ২০০৫ সালে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে জাতিসংঘের ৯টি অতিরিক্ত সনদের সংগে যুক্ত হয়েছে। বাদ রয়েছে কেবল পারমাণবিক সন্ত্রাসবাদ দমন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সনদ, যার সংগে সে এখনো যুক্ত হয়নি। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশীয় ও আন্তজার্তিক ফোরামে নিয়মিতভাবে সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করেন। বাংলাদেশ সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসবাদের সমর্থক হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে সনাক্ত করে তাদের সম্পদ আটকসহ সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কিত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবসমুহ বাস্তবায়ন করে থাকে। বাংলাদেশ সন্ত্রাসী সংগঠন জামাতুল মুজাহেদিন বাংলাদেশ (জেএমবি), জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি) এবং হরকত-উল-জিহাদ-ই- ইসলামী /বাংলাদেশ (হুজি-বি)কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

যাহোক, জেএমবির ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসী কর্মকান্ড মেকাবিলায় বাংলাদেশের সীমিত সাফল্য সরকারের গুরুতর প্রতিষ্ঠানিক, রাজনৈতিক ও সম্পদগত সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরে। অরক্ষিত সীমান্ত, বিদ্যমান দুর্নীতি এবং দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যকার ক্ষতিকর দ্বন্দ্ব সরকারের বৃহত্তর সন্ত্রাস বিরোধী ভূমিকা ক্ষুন্ন করে চলেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বা স্বার্থের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের তদন্ত বা বিচার করার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে কোন আনুষ্ঠানিক চুক্তি নেই। যাহোক, ২০০৫ সালে কয়েকটি অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে ভালো সহযোগিতা ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের কারিগরী সহযোগিতায় বাংলাদেশ ২০০৫ সালে একটি নতুন ও পূর্ণাঙ্গ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করে। বাংলাদেশ স্থল, সমুদ্র ও বিমান বন্দরের নিরাপত্তা জোরদার করতে যুক্তরাষ্ট্রের সংগে কাজ করছে।

বাংলাদেশে উত্তর কোরিয়া, ইরান ও লিবিয়ার কূটনৈতিক মিশন রয়েছে। কিউবা, সিরিয়া ও সুদানের অনাবাসিক মিশন রয়েছে।

নিরাপদ আশ্রয় সম্পর্কে মুল্যায়ন

বাংলাদেশ জোর দিয়ে বলে যে বাংলাদেশে কোন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গ্রুপ নেই এবং বাংলাদেশ থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতীয় বিদ্রোহীরা তৎপরতা চালানোর অভিযোগ অস্বীকার করে। বাংলাদেশের সেনা বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে বড় রকম উপস্থিতি বজায় রেখেছে এবং মাঝে মধ্যে বার্মা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের নিষ্ক্রিয় বিদ্রোহীদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করে। বাংলাদেশ পোর্ট সিকিউরিটি ইনিশিয়েটিভ এবং কনটেইনার সিকিউরিটি ইনিশিয়েটিভ সমর্থন করে।

সন্ত্রাসী গ্রুপ

২০০৫ সালে বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদের লক্ষ্যবস্তু, ধরণ ও গতিধারায় লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন ঘটে। আগে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি বিশেষের ওপর হামলা হয়েছে। এগুলোর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কেউ দায়িত্ব স্বীকার করেনি এবং এগুলোকে কোন বৃহত্তর অভিযানের অংশ হিসেবে দেখা হয়নি। ২০০৫ সালে জেএমবি তার মৌলবাদী ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে "অনৈসলামিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের" বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সমন্বিতভাবে হামলা চালানোর মতো একটি সংগঠন হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে।

১৭ই আগস্ট, জেএমবি সারা দেশে প্রায় ৫০০টি ছোট আকারে বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। বিস্ফোরণ স্থলে পাওয়া প্রচারপত্রে বিচারক, সরকারী কর্মকর্তা, রাজনীতিক, এবং যুক্তরাষ্ট্র ও

যুক্তরাজ্যসহ ইসলামের অন্যান্য শত্রুদের হুমকি দেয়া হয়। নভেম্বরে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে জেএমবি একটি গুরুতর মনস্তাত্ত্বিক বাঁধা অতিক্রম করে।

বিদেশী সরকারের সহযোগিতা

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বা স্বার্থের ওপর কোন হামলা হয়নি।

=====

পিআর/২০০৬